ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকার ডলারযুদ্ধ

যেকোনোভাবেই ইরানের মাহমুদ আহমাদিনেজাদ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। তার জন্য খরচ করতে রাজি মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার...লিখেছেন জামান আরশাদ

মার্কিনিদের কৌশল কতই না বিচিত্র! যুক্তরাষ্ট্র এবার ইরানের সদ্য নির্বাচিত কট্টরপন্থি ও জাতীয়তাবাদী মাহমুদ আহমাদিনেজাদ সরকারকে উৎখাত করতে একটা চতুর ফন্দি এঁটেছে। তারা ইরানে 'গণতান্ত্রিক তৎপরতা জোরদারে' বিপুল অর্থ খরচ করবে। বেসরকারি সংস্থা ও মিডিয়াকে ব্যবহার করে তারা দেশটির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলবে। আর এভাবে জনগণ একদিন সরকারের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন শুরু করবে। এর মুখে পতন হবে সরকারের। এ রকমই কৌশল তাদের।

বলার অপেক্ষা রাখে না এই ফন্দিটি এসেছে কুচক্রী পররাষ্ট্রমন্ত্রি কন্ডোলিৎসা রাইসের মাথা থেকে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বিরুদ্ধে তৎপরতায় যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছেন, তার ৮ গুণ টাকা লাগবে নতুন অপকৌশল বাস্তবায়ন করতে।

কন্ডোলিৎসা ওরফে কন্ডির পরিকল্পনাটা পুরোপুরি খতিয়ে দেখা যাক। তিনি মার্কিন কংগ্রেসের কাছে ইরানের বিরুদ্ধে তৎপরতায় বিভিন্ন খাতে মোট ৭৫ মিলিয়ন ডলার চেয়েছেন। এই টাকা নিয়ে বেসরকারি সংস্থাগুলো গনতন্ত্র ও আইনের শাসনকে জোরদার করার জোর ভুমিকা নেবে, মানবাধিকার রক্ষা ও বাস্তবায়নের দাবিতে বিক্ষোভ আর আন্দোলনের ঝড় তুলবে।

এর মধ্যে ৫০ মিলিয়ন ডলার খরচ করা হবে ফারসি রেডিও সার্ভিসের জন্য। সম্ভবত কন্ডি যেটা ইঙ্গিত দিয়েছেন তাতে স্পষ্ট ভয়েস অব আমেরিকার ফারসি শাখায় এই অর্থ খরচ হবে। কন্ডি জানিয়েছেন, এখন ভয়েস অফ আমেরিকা ফারসি সারাদিন এক দুই ঘন্টার অনুষ্ঠান প্রচার করে। সামনে তারা ২৪ ঘন্টা বিভিন্ন অনুষ্ঠান করবে। তাতে ইরান সরকারের বিরুদ্ধে মানুষকে জাগিয়ে তোলা যাবে।

আরো ১৫ মিলিয়ন ডলার খরচ করা হবে ইন্টারনেট সুবিধা বাড়ানোসহ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহন বাড়ানোর উদ্দেশ্য নিয়ে। এছাড়া বুশ প্রশাসন আরো ৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করার চিন্তা করছে ইরানি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। তাদের স্কলারশিপ ও ফেলোশিপ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে মগজ ধোলাই করা হবে। বলা হবে, দেখো আমাদের দেশে কী সুন্দর গনতন্ত্র আছে। তোমাদের দেশে তা নেই। তোমরা কি চাওয়া না তোমাদের দেশে এমন গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক! আরো ৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হবে ফারসি ভাষায় কিছু ওয়েবসাইট তৈরি ও এগিয়ে নেওয়ার কাজে। এই ওয়েবসাইটের ভেতর দিয়ে মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে ভাঙন ধরানোর চেষ্টা করা হবে।

এখন প্রশ্ন হলো, যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে এই অর্থ ইরানের এনজিওগুলো বা বিরোধী রাজনীতিবিদরা গ্রহন করবে কীভাবে। তেহরানের সঙ্গে তো তাদের কয়েক দশক

সাধারণ ইরানীদের ডলারের লোভ দেখিয়ে প্রলুব্ধ করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র

নাইজেরিয়া

তেল নিয়ে তুলকালাম

নাইজেরিয়ার তেল উত্তোলনে বাধা দিচ্ছে অস্ত্রধারী গেরিলারা। তারাই অবৈধভাবে পাচার করছে তেল

হাসান মূর্তাজা

তেল নিয়ে আবার লঙ্কাকান্ড বাধার উপক্রম হয়েছে আফ্রিকার তেলসমৃদ্ধ দেশ নাইজেরিয়ায়। নাইজার নদীর মোহনা-সংলগ্ন বদ্বীপের বিদ্রোহী নেতা মেজর জেনারেল গডসউইল তামুনো বিদেশী তেল কোম্পানিগুলোকে পাততাড়ি গোটানোর আলটিমেটাম দিয়েছেন। তামুনোর 'মেন্ড আন্দোলনের' পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই তেল নাইজার বদ্বীপের জনগণের সম্পত্তি। কোনোক্রমেই সেটা বিদেশীদের হাতে ছেড়ে দেয়া যাবে না।

তামুনোর কথায় জাতীয়তাবাদের গন্ধ পাবেন অনেকেই। কিন্তু বাস্তবতা হলো, নাইজেরিয়ার তেল নিয়ে যে তেলেসমাতি চলছে দীর্ঘদিন ধরে, তার সঙ্গে সরকার পক্ষ এবং সেনাবাহিনীর একাংশ যেমন জড়িত, তেমনি যুক্ত তামুনোর সশস্ত্র গ্রুপ। গ্রুপ অবশ্য একটা-দুটো নয়, অনেকগুলো। এদের কম- বেশি জনসমর্থন আছে। সবাই চায় দেশের দক্ষিণাঞ্চলে অধিক স্বায়ত্তশাসন। এর পেছনেও কিন্তু সেই তেলস্বার্থ।

নাইজেরিয়া বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ তেল রপ্তানিকারক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পঞ্চম বৃহৎ তেল সরবরাহকারী আফ্রিকার এই দেশটি। কিন্তু তেল রপ্তানির কাঁচা ডলার দেশটির জনগণের ভাগ্য কিছুমাত্র পরিবর্তন করতে পারেনি। সরকারি পর্যায়ে দুর্নীতি, অদক্ষতা আর সেই সঙ্গে অবৈধভাবে তেল পাচার হয়ে যাওয়াকেই দায়ী করছেন সংশ্লিষ্টরা নাইজার ডেল্টার যে স্থানটি সর্বাধিক তেলসমৃদ্ধ, সেখানে গড়ে উঠেছে সংঘবদ্ধ অপরাধচক্র। বিদেশী তেল কোম্পানির লোকজনকে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় তাদের নিয়মিত দুষ্কর্মগুলোর একটি। প্রতিনিয়ত হামলা চালানো হয় সরবরাহকারী পাইপলাইনে। নাইজারের বাঁকে বাঁকে গ্রামগুলোতে ইদানীং অস্ত্রের সরবরাহ এতই বেড়েছে যে, বন্দুকধারীদের মোকাবেলা করতে সরকারি সেনাবাহিনীকেও হিমশিম খেতে হয়। চোরাইপথে তেল বিক্রি ও মুক্তিপণের অর্থের সঙ্গে নির্বাচনের সময় রাজনীতিকদের ছড়ানো কালো টাকাই এই অবৈধ অস্ত্র ক্রয়ের উৎস।

বিপদে পড়েছে বিদেশী তেল কোম্পানিগুলো। অনেক আশা নিয়ে তারা বিনিয়োগ করেছিল নাইজেরিয়ায়। ক্রমাগত হামলা আর অপহরণে তাদের বিপর্যস্ত অবস্থা। শেল কোম্পানির সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে নাইজার বদ্বীপের পরিস্থিতিকে কলম্বিয়া আর চেচনিয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। শেলের স্থাপনায় আক্রমণহেতু নাইজেরিয়ার তেল উৎপাদন পড়ে গেছে ১০ শতাংশ। আক্রমণের ভয়াবহতা এবং মাত্রা দেখে অনেক পশ্চিমা বিশ্লেষকের অভিমত, দুষ্কৃতকারীদের পেছনে দেশটির আমলা এবং ক্ষেত্রবিশেষে সেনাবাহিনীর মদদ আছে। আপদ দেখে শেল কোম্পানি তাদের তেল কূপগুলো লোকলয় থেকে অনেক দূরে খনন করছে। নাইজেরিয়ার তেলক্ষেত্রগুলো থেকে পুরনে সোভিয়েত ট্যাংকারে ভরে তেল পাচার হচ্ছেরে পেছনে রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের কালোবাজারী সিন্ডিকেটও যুক্ত বলে প্রমাণ পেয়েছেন পশ্চিমা গবেষকরা। কিছুদিন আগে এমনি তেল পাচারের সময় গোলা ছুঁড়ে ছিলো নাইজেরিয় সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার। সেটা নিয়ে তুমুল হৈ চৈ।

আসলে 'রবিনহুড' গেরিলাদের দমন করাটা সহজ কম্মো নয়!

ধরে কুটনৈতিক সম্পর্ক নেই। মার্কিন গোয়েন্দারা ইরানে এসে এই টাকা দিতে পারবে না। আবার ইরানের এনজিওগুলোও যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে এই টাকা আনতে পারবে না। সে ক্ষেত্রে ইরানের বাইরে অবস্থান করে তারা যুক্তরাষ্ট্রের টাকা খেয়ে কথিত সরকারবিরোধী প্রচারণা চালাতে পারবে। আহমদ শালাবি যেভাবে আমেরিকার টাকা খেয়ে লন্ডনে বসে ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করেছিলেন!

সরকারবিরোধী তৎপরতা ও গনতন্ত্র জোরদার করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র যে সংগঠনটিকে টার্গেট করেছে তারা একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। নাম মুজাহিদিন-ই-খালক সংক্ষেপে এমইকি। এটি একটি মার্কসিস্ট-ইসলামিস্ট সংগঠন। ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় এই সংগঠনটি গাদ্দারি করে সাদ্দামের পক্ষ নিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। সিআইএর আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তালিকায় এই সংগঠনটির নাম আছে। এখন যেহেতু এই সন্ত্রাসবাদী সংগঠনটিকেই কাজে লাগানো দরকার তাই সরকার চাচ্ছে, সিআইএর তালিকা থেকে এমইকি'র নাম বাদ দিতে।

খ্যতিমান আন্তর্জাতিক আইনজীবী ও ইরান বিশেষজ্ঞ ডোনাল্ড ওয়েডন বলেন, সাধারণ জনগণের মধ্যে যে সংগঠনের বিন্দুমাত্র গ্রহণযোগ্য নেই, সমাজে যারা নিন্দিত ও বর্জিত, তাদের পেছনে এত অর্থ ঢেলে কোনো লাভ হবে না। আর তখন এটা প্রতিষ্ঠিত হবে, যুক্তরাষ্ট্র এমন সংগঠনকে দিয়ে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার উন্নয়ন করতে যাচ্ছে, যারা সন্ত্রাসবাদী! তবে এমইকিও বলেছে, তারা যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে কোনো টাকা নেবে না।

যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ইরান বিশেষজ্ঞ উইলিয়াম বিম্যান বলেছেন, একজন করদাতা হিসেবে আমি মেনে নিতে পারি না, আমার ও আমাদের দেওয়া অর্থ সরকার বাজে কাজে ব্যবহার করবে। তিনি কন্ডির এই পদক্ষেপের কঠোর সমালোচনা করেন।

তেহরানে একটি কলেজের ইংরেজির শিক্ষক মামাক নুরবক্স বলেন, আমার মনে হয় যুক্তরাষ্ট্র কী বলছে, সে বিষয়ে তাদের কোনো ধারণা নেই। তাদের দেওয়া অর্থ ইরানের একজন ব্যক্তিও ধরবে না।

বিশ্লেষকরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র হয়তো আহমদ শালাবির মতো লোক পেয়ে যাবে। তাকে লন্ডনে একটা বাড়ি, বিপুল পরিমাণ টাকা ও হোয়াইট হাউসে বসে খাতির-যত্ন করলে ঠিকই এ রকম লোক বেরিয়ে আসবে। আর শালাবিরা ইরানের জন্য কী দুর্ভোগ বয়ে আনবে, তা জানা যাবে সময় গেলেই।